R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জঙ্গিপুর স্কুলে দায়সারা গোছের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত
বিক্ষোভে অনুষ্ঠান বাতিল, রাষ্ট্রমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩ জানুয়ারী—তিনদিনব্যাপী জঙ্গিপুর স্কুলের শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব একরকম দায়সারা গোছে শেষ হয়েছে গতকাল। প্রথম দিন উদ্যোক্তাদের গাফিলতির দরুণ উপস্থিত জনসাধারণের বিক্ষোভের ফলে কয়েকটি অনুষ্ঠান বাতিল করে দিতে হয়। শেষ দিনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের কড়া সমালোচনা করেন। উৎসব শুরুর প্রাক্কালে উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেন কর্মসমিতির আরো কয়েকজন সদস্য।

শতবর্ষ পূর্তির গৌরবে গৌরবান্বিত জঙ্গিপুর স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসব শুরু হয় ৩১ ডিসেম্বর। ওই দিন সানাই বাদন, প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। সকালের সভায় রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে। টাউন ক্লাবের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণের পর কারামন্ত্রী একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে দেবব্রতবাবু বলেন, 'সুপরিকল্পিতভাবে ভারতবর্ষে দু'রকমের নাগরিক তৈরী করা হয়েছে—

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহরের ঘাটে মারধোরের অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর পুরসভার গাড়িঘাটে জবরদস্তি ও বেআইনীভাবে প্রকৃত পারানি অপেক্ষা অনেক বেশী পয়সা আদায় করা হয় এবং বেশী দিতে আপত্তি করলে মার খেতে হয় বলে ৭২ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি অভিযোগ পুরপতি সমীপে পেশ করা হয়েছে এবং তার একটি অনুলিপি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছেও পাঠানো হয়েছে। স্বাক্ষরকারীরা ওই অভিযোগপত্রে চার দফা অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকারের জন্য ছ'দফা দাবি করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও গাড়িঘাটে পাকা সেতু নির্মাণ, ধান কাটার মরশুমে নির্ধারিত ভাড়া আদায় ও গাড়ি পারাপারের জন্য নৌকা বৃদ্ধি, পুরসভার ১, ২, ৩ ৪ ও ৭নং ওয়ারডে উপযুক্ত পাকা নালা তৈরী করে দূষিত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পুরসভার ১, ২ ও ৩নং ওয়ারডে বৈদ্যুতিকীকরণ এবং এক বৎসর থেকে যে সমস্ত এলাকায় কেরোসিন বাতি জ্বালানো হচ্ছে না সেই সমস্ত এলাকায় বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

দুই টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে এক করার চেষ্টা
ভাগীরথী নদীতে সেতু তৈরীর সম্ভাবনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ৪ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর টেলিফোন একসচেঞ্জ দুটিকে একটি একসচেঞ্জে রূপান্তরিত করার বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা হবে। এখন দুটি একসচেঞ্জই পৃথক পৃথকভাবে কাজ করছে। একই পুরসভার অধীনে থেকেও ভৌগোলিক কারণে ভাগীরথী নদী এই দুটি একসচেঞ্জকে পৃথক করেছে এবং একটি থেকে অপরটিতে ফোন বুক করতে হলে ট্রাঙ্ক কল চার্জ দিতে হয়। লোকসভায় জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে যোগাযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নরহরিপ্রসাদ সুখদেশাই এই তথ্য জানিয়েছেন। এদিকে সি পি আই (এম)-এর জঙ্গিপুর লোকাল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কারতুজ নিয়ে কৈফিয়ৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বন্দুকের কারতুজ কিভাবে দারোগার হাতে এলো সে সম্পর্কে সুতী থানার একজন সাব ইনসপেকটরকে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। থানার ও সি ৩১ ডিসেম্বর তলবের নোটিশ রিসিভ করেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে জঙ্গিপুরের সেকেণ্ড অফিসার শান্তি-গোপাল দত্ত সুতীর দারোগাকে কৈফিয়ৎ তলবের কথা জানিয়েছেন। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে রিপোরট চাওয়া হয়েছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রিভলভার উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত মাসের শেষ সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ, রামপুরহাট ও মুরারই পুলিশ মিলিতভাবে রঘুনাথগঞ্জ থানার জোতকমল গ্রামের মণি রায়ের বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে একটি পাঁচ-ঘরা দেশী রিভলভার ও পাঁচটি রাইফেলের বুলেট উদ্ধার ও আটক করেছে। মাধব রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মণি রায় পলাতক। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

তছরূপের অভিযোগ

জঙ্গিপুর, ৪ জানুয়ারী—সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পে তছরূপ ও প্রতারণার অভিযোগে পে মাষ্টার এবং মোহরারের বিরুদ্ধে ৪০৬/৪২০ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ব্লকের উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক মহঃ মুকুল আবসার জানিয়েছেন, ওই প্রকল্পে সেকেন্দ্রা প্রাইমারী স্কুল থেকে মনোরঞ্জন সরকারের বাড়ি এবং কেষ্টকালীতলা থেকে তাঁতিপাড়া বাগান পর্যন্ত দুটি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৮৬০ কুইন্টাল গম ও ৪৩০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখা যায় মোটেই কাজ হয়নি। গম এবং টাকার পুরোটাই আত্মসাৎ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে বি ডি ও পে মাষ্টার এবং মোহরারের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন।

অভিযোগের তদন্ত

ধুলিয়ান, ৩ জানুয়ারী—পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে বেশী পাট না কিনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেশী পাট কেনার অভিযোগ গত মাসে সামসেরগঞ্জ ব্লকের কো-অপারেটিভ ইনসপেকটর রণজিৎ নন্দীর বিরুদ্ধে তদন্ত করেন জঙ্গিপুরের ডেপুটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তদন্ত রিপোরট পেশ

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৯৭৬ সালের তিনটি পরীক্ষায় আড়াই হাজার টাকা তছরূপের অভিযোগে জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কমলকুমার পাল যে তদন্ত চালাচ্ছিলেন, গত বুধবার তার রিপোরট পেশ করা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

স্বাগত নববর্ষ

স্বাগত উনিশ শ আটাত্তর। তোমাকে সাদরে বরণ করিতেছি। আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা হৃদয়খানি লইয়া নবজাতক তোমাকে ঘিরিয়া ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তোমার যাত্রা পথ কুসুমাস্তীর্ণ হউক—এই কামনা অন্তরে পোষণ করিতেছি। নবান্ন হইয়া গিয়াছে, সোনার ফসল ঘরে আসিয়াছে। লক্ষ্মী আসন পাতিয়া বসিয়াছেন বাঙালীর ঘরে ঘরে। বাঙালী বধূর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। এই হাসি অক্ষয় হইবে কি না বলিতে পারিতেছি না। কারণ, চাষী ও তাহার বধূর হাসি কাড়িয়া লইতে লোভী হস্ত সম্প্রসারিত হইতেছে গোপনে অতি সন্তর্পণে। কূট ব্যবসায়ীচক্র সুকৌশলে চাষীর ঘরের ধান স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া গুদামজাত করিবার অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। এই অপচেষ্টা সফল হইলে সোনার স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবে। ধানের সোনালী রঙ অন্ধকার গুদামে জলজল করিয়া মজুতদারের অর্থভাণ্ডার স্ফীত করিবে, পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের মুখের হাসিটুকু নিঃশেষে শুষিয়া লইবে। কালো টাকা, লোভী হস্ত, স্বার্থান্ধ ধনী ও ব্যবসায়ীকুল দেশের ও দশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। নববর্ষের আনন্দ-উৎসব স্তব্ধ হইয়া যাইবে। এই বিভীষিকা হইতে মুক্তির পথ দেখিতেছি না।

বর্তমান সরকার অবশ্য দৃঢ়তার সহিত অশুভ শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন তো? কঠোর হইতে না পারিলে এই দুষ্টচক্রের হাত হইতে পরিত্রাণের কোন আশা নাই। ইংরাজী নববর্ষে এই সকল চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

তথাপি স্বাগত জানাইতেছি নববর্ষকে। বহু আশা লইয়া ভাবিতেছি সুখ ও শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিবে ১৯৭৮। বিগত বৎসরসমূহের দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে সক্ষম হইবে নববর্ষ। দুই নবীন বজ্রবাহু কালান্তক অসুর-শক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিবে—এই আশা বুকে লইয়া কবির ভাষায় বলি: 'নবীন তোমারে করি গো বরণ/সুখে স্বপ্নে জড়ায়ে। /সাদরে তোমায় বুকেতে জড়াই/আমার দু'বাহু বাড়ায়ে॥' এই অবসরে সম্ভাষণ জানাই আমাদের পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদদাতা এবং সমস্ত শুভানুধ্যায়ীকে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কেচ্ছা সংবাদ

গত ৭ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর স্কুলে দুর্নীতি, পরীক্ষার টাকা নিয়ে ছিনিমিনির অভিযোগ?' শীর্ষক সংবাদটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের বিষয়কে 'বিদ্যালয়ের দুর্নীতি' আখ্যা দিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রচার একান্ত দুঃখজনক! পরীক্ষা পরিচালনার দায়-দায়িত্ব এবং টাকা পয়সার মালিকানা বোর্ড নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিসারের উপর ন্যস্ত। বাজেট প্রস্তুত ও সমস্ত খরচপত্র, এমন কি সেন্টার ফিস্ আদায় ও গার্ড লিষ্ট তৈরী প্রতিটি বিষয়ই অফিসার-ইন-চারজ মশায়ের ক্ষমতার এক্তিয়ারভুক্ত এবং সেন্টার কমিটির সদস্যদের অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের করণীয় কিছুই নাই। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত পরীক্ষা বিষয়ে 'টাকার সিংহভাগ' বিষয়টি সেন্টার কমিটির সদস্যরা 'আনগ্রাউনডেড' বলে লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্কুলের শতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে এই ধরনের অপপ্রচারে স্কুলের ভাবমূর্তি নষ্ট ও ব্যক্তিচরিত্রকে জনমানসে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিভ্রান্তিকর। সত্যকে বিকৃত করে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ক্রমশঃ 'কেচ্ছা সংবাদ'-এ পরিণত হতে চলেছে। আমি এই মিথ্যা সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। —শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ, প্রধান শিক্ষক, জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একটি সোনার চামচ মুখে নিয়ে যারা জন্মায়, তাদের জন্য; অপরটি অর্ধাহার অনাহারে যারা দিনযাপন করে তাদের জন্য। আজ সব দেশ

জঙ্গিপুর স্কুলে দায়সারা গোছের শতবর্ষ

যখন এগিয়ে, আমাদের যুবশক্তির তখন অপচয় ঘটছে। তাদের হাতে বন্দুক, পিস্তল, মাদকদ্রব্য তুলে দিয়ে যৌবনকে নিঃশেষ করা হয়েছে। মানবতাবাদী দর্শন আজ বড় প্রয়োজন। সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন না ঘটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।' দেবব্রতবাবুর ভাষণ শেষে স্যাভেনীরের দাম আদায় করা নিয়ে একদল যুবক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা জানতে চান মাসে মাসে শতবর্ষ উৎসবের টাকা আদায় করার পরও কি স্যাভেনীরের দাম নেওয়াটা ঠিক হচ্ছে?

ওই দিন দুপুরে স্কুলের ১৯৬৯ সাল থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিকেলে বিচিত্রানুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো উৎসব সম্পন্ন হয়। রাত্রে মৌসুমী নাট্য সংস্থা এবং আমরা ক'জন ক্লাবের দুটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য উপস্থিত জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলে তা বাতিল করে দিতে হয়। প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ, প্রশাসক প্রণবকুমার দত্ত এবং রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক মঃ নুরুল আবসারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের উত্তেজনা প্রশমনে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। আগের দিন উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে উৎসব কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। উৎসবের দিন সকালে পুরপতি ডাঃ গৌরীপাত চট্টোপাধ্যায়কে স্কুল থেকে চলে আসতে দেখা যায়। পরদিন আমরা ক'জন ক্লাবের 'সাজাহান' নাটক সরস্বতী লাইব্রেরীতে মঞ্চস্থ হয়। স্কুলে গোলমালের দরুণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের নাটকও বাতিল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিন সঙ্গীতাঞ্জলি, শারীর চর্চা প্রদর্শনী, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পর বিকেলে নবীন ও প্রবীণদের মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ অমিয়কুমার হাটী। রাত্রে স্কুলের ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটিকা মঞ্চস্থ করে।

গতকাল এই উৎসবের তৃতীয় ও শেষ দিনে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি প্রধান অতিথির ভাষণে উদ্যোক্তাদের কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার আগে সুবীর চট্টোপাধ্যায় নামে স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'উৎসবের তিন দিনে দাদাঠাকুর এবং মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কোন আলোচনা হল না। দাদাঠাকুর এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন, মুক্তিবাবু ছিলেন সম্পাদক এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। মুক্তিবাবু আজো জীবিত, তিনি বাড়িতে বসে বসে কাঁদছেন।' এই যুবকের বক্তব্যে অনুষ্ঠানের পরিবেশ কিছুক্ষণের জন্য ভারি হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি বক্তৃতা দিতে উঠে ওই যুবকের কথার জের টেনে প্রথমেই বলেন, বাঙলাদেশের গৌরব দাদাঠাকুর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা উচিত ছিল। (পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে দাদাঠাকুরের পরলোকগমনের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ কোন রকম ছুটি ঘোষণা করেননি) মুক্তিবাবুকেও এই অনুষ্ঠানে আনা উচিত ছিল। উদ্যোক্তাদের ভুল হয়েছে এটা খুব দুঃখের কথা। এখানে এসে শুনছি প্রধান শিক্ষক প্রভৃতির দুর্নীতির কথা, আমরা কঠোর হাতে দুর্নীতি দমনের কথা ঘোষণা করেছি। আজ বহু প্রধান শিক্ষক দুর্নীতিগ্রস্ত, বোর্ড দুর্নীতির একটি আখড়া—তারা ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে স্কুলে প্রশাসক নিয়োগ করছে। এই স্কুলে পড়াশোনা করে পরিবর্তনশীল জগতকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন, আজ তাঁদের স্মরণ করি। আশা করেছিলাম তাঁদের একটি তালিকা পাওয়া যাবে, কিন্তু পায়নি। অতএব ১০০ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কোন রকমে একটা অনুষ্ঠান করতে পারলেই হল, এখানে তাই হয়েছে।

শিক্ষা প্রসঙ্গে আবদুল বারি বলেন, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইভাবে গড়ে উঠেছে। গ্রামের গরীবদের জন্য গরীব শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শহরের বড়লোকদের জন্য বড়লোকী শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অঞ্চল অফিস উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩১ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চল পঞ্চায়েত ভবনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে জঙ্গিপুর পি ডব্লু ডি ময়দানে অনুষ্ঠিত একটি শ্রমিক সভায় তিনি ভাষণ দেন। শিবু সান্যাল, শিস মহম্মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও এই সভায় ভাষণ দেন।

জনতা কর্ম্মী সম্মেলন : ধুলিয়ান থেকে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ২৭ ডিসেম্বর ধুলিয়ান পুরভবনে যুব জনতার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুব কর্মীরা সম্মেলনে যোগদান করেন। জেলার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রাদেশিক নেতা অশোক বাগচী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা চাই বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকুন। উন্নয়নমূলক কাজে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব।

থানা কনভেনসন : ২৭ ডিসেম্বর বিড়ি শ্রমিকদের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ও প্যাকারস্ ইউনিয়নের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন প্রভাত ব্যানারজি।

আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন : গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সি পি আই (এম)-এর জঙ্গিপুর সলেমন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর ৪৩ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন হরনাথ চন্দ্র। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও তাকে সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি প্রতিটি পার্টি কর্মীকে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

ছাত্রপরিষদের জেলা কমিটি : পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্য বহরমপুরে জেলা ছাত্রপরিষদের কর্মী সম্মেলনে দীপক রায়কে সভাপতি করে মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্রপরিষদের যে কমিটি ঘোষণা করেছিলেন তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে বলে প্রদেশ ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক অসিত মিত্র জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেতন কাঠামোর সংশোধন, বোনাস প্রভৃতির দাবিতে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির ডাকে ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ষ্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর, অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কা শাখা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রঘুনাথগঞ্জ শাখা এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সাগরদীঘি শাখায় কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করেন। প্রথম দিন ধর্মঘটের মেয়াদ ছিল চার ঘন্টা, দ্বিতীয় দিন সারা দিন। ২৯ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। আগামী ১৯ এবং ২০ জানুয়ারী তাঁরা আবার ধর্মঘট করবেন বলে জানা গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখায় ধর্মঘট পালিত হয় ২ জানুয়ারী।

আবগারী পুলিশের দাবি : দুর্নীতির অবসান, উপযুক্ত পুরস্কার, সরাসরি এ এস আই নিয়োগ প্রভৃতির দাবি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ আবগারী কনষ্টবল সমিতি। প্রাচীরপত্র থেকে তাঁদের এ দাবির কথা জানা গেছে।

দায়সারা গোছের শতবর্ষ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

স্বাধীনতার পর ৩০ বছর ধরে চালু আছে। সকলকে অপসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। প্রতিরোধের দায়িত্ব আমাদের সকলকে নিতে হবে। রাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য নিজেকে দায়ী করেন এবং সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমাপতি মণ্ডল। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান এবং রাত্রে লোকরঞ্জন শাখার তরজা গানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন : ২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাই স্কুলে শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি সমীপে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে দুটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, শতবর্ষের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জঙ্গিপুর স্কুল বর্তমানে দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান শিক্ষক ও সরকারী প্রশাসকের স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে বিভিন্ন কায়দায় অর্থ সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার ঘটনা নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে ইত্যাদি। আর একটি স্মারকলিপিতে 'জঙ্গিপুর কলেজ অধ্যক্ষের কারচুপি', 'নিরক্ষরতার সুযোগে রাতের প্রহরী ভজহরি দাসের কাছ থেকে টিপসহি গ্রহণ'-এর অভিযোগ করা হয়েছে।

কে এই কমরেড ?

জঙ্গিপুর, ৩ জানুয়ারী—কে এই কমরেড পশুপতি চক্রবর্তী, তাঁর এত দুর্দণ্ড প্রতাপই বা কোন পায়ার জোরে ?—জঙ্গিপুরের আপামর জনসাধারণ আজ এই প্রশ্নে সরব। ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, ৩১ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুলের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র এবং শহরের জনকয় যুবক উৎসব কমিটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাতে গেলে আর এস পি-র কমরেড পশুপতি চক্রবর্তী তাদের বাধা দিয়ে বলেন, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে না। কোন্ পদাধিকার বলে তিনি এ কথা বলছেন জানতে চাওয়া হলে তিনি নাকি বলেন আর এস পি-র লোকাল কমিটির তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মী এবং দেবব্রতবাবুর সঙ্গে কার দেখা হবে না হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব পার্টি নাকি তাঁকে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, কোন কাগজপত্রও এখান থেকে যাবে না। ঘটনা প্রবাহ যদিও খুব একটা খারাপের দিকে যায়নি এবং যুব-ছাত্ররা সংযত ব্যবহারই করেছে তবুও জঙ্গিপুরের সাধারণ মানুষের দাবি, বামফ্রন্ট সরকার এই ঘটনার তদন্ত করুন। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার আর এস পি-র কমঃ পশুপতি চক্রবর্তীকে কে দিয়েছেন, এটাই কি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নমুনা প্রভৃতি প্রশ্নে জনসাধারণ আজ মুখর।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্যদের অনুরোধ জানান হচ্ছে, যাঁরা ১৯৭৭ সালের বার্ষিক চাঁদা দেননি, তাঁরা আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে সঙ্ঘের চাঁদা সম্পাদকের কাছে জমা দেবেন। নইলে বার্ষিক সম্মেলনের নির্বাচনে ভোটের অধিকার তাঁরা পাবেন না।

—বিজন ভট্টাচার্য, সম্পাদক

বাস-লরি সংঘর্ষ

সাগরদীঘি, ২ জানুয়ারী—গতকাল রাত্রে এই থানার রতনপুর ও বোথারার মাঝে জাতীয় সড়কে বাস-লরি সংঘর্ষে ১৮ জন বাসযাত্রী জখম হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতদের মধ্যে ৩ জনের আঘাত গুরুতর। তাঁদেরকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসের যাত্রীরা সকলেই ছিলেন ভ্রমণকারী। গতকাল মুর্শিদাবাদ পরিভ্রমণ করে তাঁরা বালুরঘাট ফিরছিলেন। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লরিচালক পলাতক।

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—

গান্ধী স্মারক নিধি

(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

সুবর্ণ সুযোগ

কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৩

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

নদীতে সেতু তৈরীর সম্ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তিনি রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ভাগীরথী নদীতে সেতু নির্মাণের ব্যাপারে শশাঙ্কবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শশাঙ্কবাবু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্ত্তীকে চিঠি দেন। জ্যোতিবাবু এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যতীনবাবু আশা প্রকাশ করেন যে, ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শশাঙ্কবাবু আরো জানান যে, সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনে বৈদ্যুতিকীকরণ, প্লাটফরম ও ওভারব্রীজের জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন। রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে শশাঙ্কবাবুকে জানিয়েছেন যে, 'রেলওয়ে ইউয়ারস্ এ্যামিনিটাইস কমিটি' অনুমোদন করলে রেলমন্ত্রক বিষয়টি তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবেন।

নয়াদিল্লী থেকে পাওয়া একটি খবরে জানা গিয়েছে, লোকসভায় উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাবে রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউনারায়ণ শশাঙ্কবাবুকে জানিয়েছেন, ১৯৭২ সালে আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ শহরকে ভাগীরথী নদীতে সেতু তৈরী করে যুক্ত করার জন্য এবং রেলপথ তৈরীর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে একটি অনুরোধ কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছিলেন। কিন্তু পারাপারের তুলনায় এই কাজে অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়নি।

কারতুজ নিয়ে কৈফিয়ৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খবরে জানা গেছে, ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর সুতী থানায় সুতী ১নং ব্লকের বন্দুকের লাইসেনস রিনিউ এর দিন সংশ্লিষ্ট দারোগা কয়েকজন বন্দুক লাইসেনসধারীর কাছ থেকে কয়েকটি কারতুজ নেন। তার মধ্যে ৮টি কারতুজ গান লাইসেনস এ্যাসিসটেনটের হাতে গিয়ে পড়ে। তিনি সেগুলি সেকেণ্ড অফিসার শান্তিবাবুকে দিলে শান্তিবাবু সুতীর দারোগাকে কৈফিয়ৎ তলব করেন।

তদন্ত রিপোরট পেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। রিপোরটের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে জানা গিয়েছে তদন্তকারী অফিসার নাকি ওই টাকা তছরূপের ব্যাপারে তাঁর রিপোরটে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন গেজেটেড অফিসার এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন। রিপোরটের সঙ্গে স্কুলের ক্যাশবুক, ভাউচার প্রভৃতি নথিপত্র সীল করে দেওয়া হয়েছে। দিলীপ সাহা, দিলীপ চক্রবর্ত্তী, হরপ্রসাদ সিংহ, জগন্নাথ সাহা—জঙ্গিপুর শহরের এই চারজন নাগরিক স্বরাষ্ট্র বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী লীনা চক্রবর্ত্তীর কাছে পরীক্ষা কেন্দ্রের টাকা তছরূপের অভিযোগ করেন। সেখান থেকে জেলা ও মহকুমা শাসক হয়ে তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কমলকুমার পালের ওপর। তাঁর রিপোরট জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র অভিযোগকারী এবং অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে রিপোরটের বিস্তারিত বিবরণ জানার।

অভিযোগের তদন্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত। তদন্তের সময় সামসেরগঞ্জ থানা এগ্রিকালচারাল মারকেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, সম্পাদক মোঃ মহিউদ্দিন, আর এস পি দলের ফরাক্কা-সামসেরগঞ্জ কমিটির সম্পাদক নন্দলাল সরকার প্রমুখের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ওই সময় রণজিৎবাবুর বিরুদ্ধে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগও করা হয়। পরে তদন্তকারী অফিসার এক সাক্ষাৎকারে জানান, অভিযোগ প্রতিষ্ঠার মত কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। রণজিৎবাবুর বিরুদ্ধে মহাজনের কাছ থেকে ভেজা ও পচা পাট কেনা এবং চাষীদের শুকনো পাটকে ভেজা বলে কম দাম দেওয়ার আর একটি অভিযোগ এসেছে। তিনি এ ব্যাপারেও তদন্ত করবেন বলে জানান।

কারীগরী প্রদর্শনী

বহরমপুর, ৪ জানুয়ারী—ফেডারেশন অব এ্যাসোসিয়েসন অব ইঞ্জিনীয়ারস্ এ্যণ্ড টেকনিক্যাল অফিসার (ফেটো) সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত বহরমপুর শহরে একটি কারীগরী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে এ খবর দিয়ে ফেটোর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, কারীগরী প্রদর্শনীর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষই ফেটোর প্রধান উদ্দেশ্য। এধরণের উদ্যোগ জেলায় এই প্রথম।

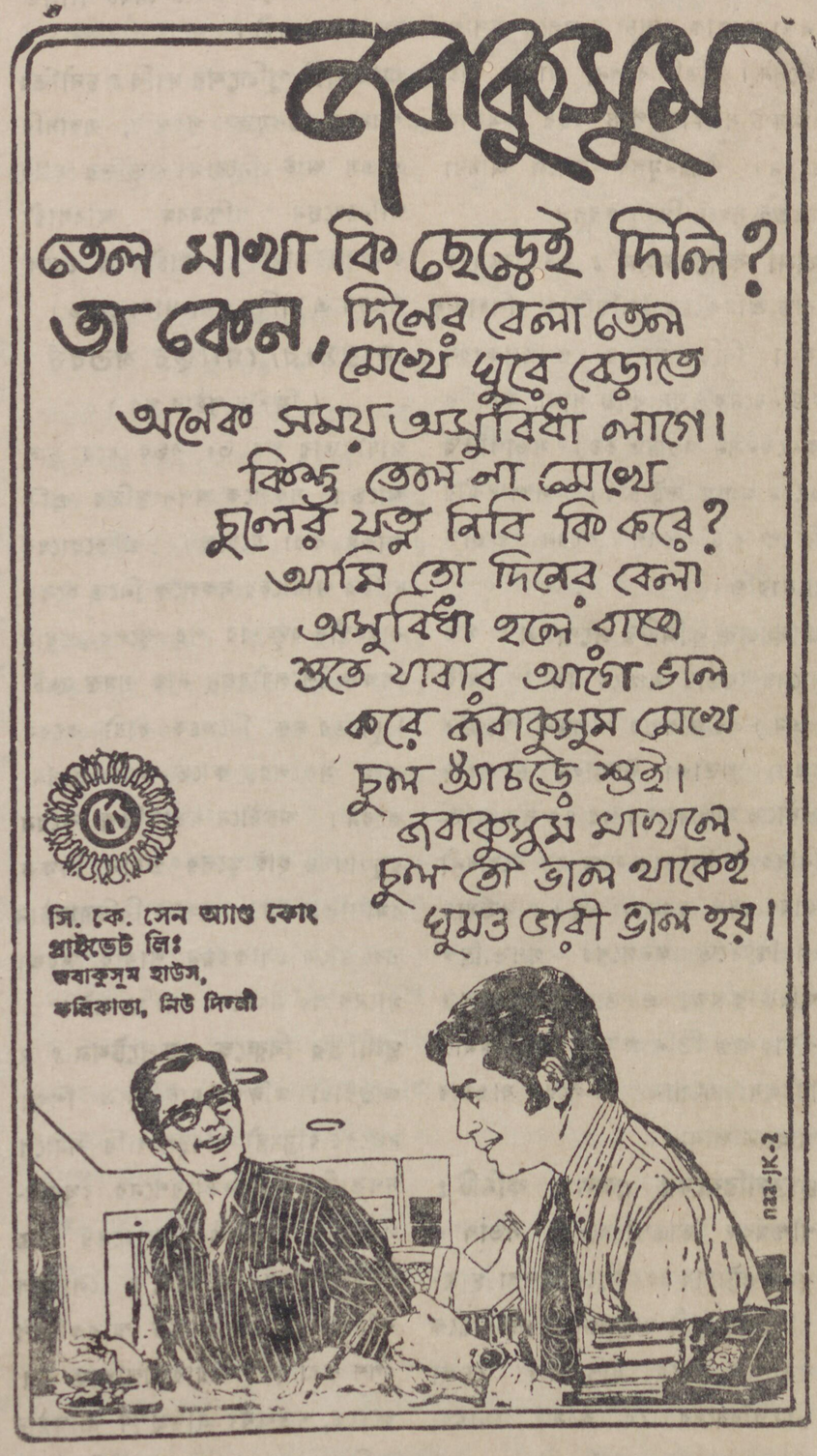

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।